দৈনিক সংবাদ
২৬
তারিখ ... 08 OCT 1998 ... ...
পৃঃ ৫ কলাম ... ... ১...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ৩

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

॥ এন এম জাহাঙ্গীর আলম ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (বর্তমানে ওএসডি) মনসুর আহমদ খাঁনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে জানা যায়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রশ্ন ছাপতে ঘন ঘন ঢাকা গিয়ে অর্থের অপচয় করতেন। অথচ ঘন ঘন ঢাকা না গিয়ে একবারে গেলেও এক সঙ্গে কয়েকটি বিভাগের মডারেটেড প্রশ্ন ছাপা যায়।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের একটি সূত্র জানায়, ১৯৯১ সালে পলাশবাড়ি কলেজের ফেল করা একজন ভুয়া ছাত্রের রেজাল্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে কলেজে পাঠালে কলেজ কর্তৃপক্ষ যাচাইয়ের জন্য তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে পাঠায়। কিন্তু উক্ত ভুয়া রেজাল্টে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিজস্ব স্বাক্ষর থাকার কারণে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।

সূত্র মতে, পূর্ণিমা ভট্টাচার্য নামে একজন ছাত্রীর ডিগ্রি পাস সম্পর্কে সন্দেহের কারণে ১৯৮৫ সালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পূর্বভাগ এবং ১৯৮৭ সালের এলএলবি শেষভাগ পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কোনরকম যাচাই ছাড়াই ঐ ছাত্রীর রেজাল্ট প্রদান করা হয়। যদিও এ কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পূর্ণিমা ভট্টাচার্যকে শেষভাগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছিল বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ সূত্র জানা গেছে।

সূত্রটি আরও জানায়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের মত একটি গোপনীয় দপ্তরে কর্মরত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন অবৈধকাজে অভিযুক্ত হলে বিধান অনুযায়ী তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার কথা। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের একজন কর্মচারী ১৯৯০ সালে বিএ পরীক্ষায় বহিরাগত প্রার্থী হিসেবে খাতা বদল করার অভিযোগে এবং গোপনীয় শাখা কর্মরত একজন কর্মকর্তার নিকট থেকে হিসেববিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই পুরাতন প্রশ্নের সঙ্গে বিক্রি করার মত গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কারোর বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের লক্ষাধিক টাকার কাঠ উক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।